ভাষা আন্দোলনের পোস্ট মর্টেম!!!

নাফরমান • February 24, 2025

Source: https://youtu.be/7Yl7EhJxgBU

উপরের ভিডিওটা ভারতের চন্ডিগড় ইউনিভার্সিটির।

১৯৬৫ সালে ভারতের মাদ্রাজে ভাষা আন্দোলনে মারা গেছে ১৫০ জন। ৩ দিনের ব্যবধানে।

ঐটা পালন তো দূরের কথা; নাম গন্ধও এরা জানে কিনা আল্লাহ ই জানেন। এটা তো খালি একটা ঘটনার কথা বললাম। এরকম আরো ঘটনা আছে ইন্ডিয়ায়।

এরপরেও কেন বাংলাদেশের একটা জিনিসকে সেলিব্রেট করবে??

ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একটা ছুতা মাত্র। ইন্ডিয়ায় এধরনের আন্দোলন যতগুলা হইছে সেগুলা বেশিরভাগই, বলতে গেলে কোনোটাই সফল হয় নাই। যারা নিজেদের ভাষাকেই সম্মান দিতে পারে নাই, তারা আবার মুসলিম বঙ্গের ভাষা আন্দোলন কে সেলিব্রেট করে।

কারণ একটাই, ঘটনা ঘটার সময় বাংলাদেশের নাম ছিল ইস্ট পাকিস্তান। আদিখ্যেতা এরেই বলে।

একটা কথা বলি। জেনে-শুনে-পড়েই বলতেছি। ৫২ র "ভাষা আন্দোলন" **বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে ফালতু এবং একইসাথে ওভাররেটেড আন্দোলন।** ফালতু ছিল, আমাদের মুসলিমদের জন্যে। ভারতীয়দের জন্যে, হিন্দুদের জন্যে এইটা ছিল একদম পোয়াবারো।

ফালতু আন্দোলন বললাম কেন?

কারণ, এই আন্দোলনে মারা গেছে টোটাল ৫ জন মাত্র। বিভিন্ন সোর্সে বিভিন্নভাবে আসছে এই সংখ্যাটা।

তৎকালীন দৈনিক আজাদ বলছে ৯ জন মারা গেছে। মুসলিম বঙ্গের পত্রিকা এটা। ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় গুজামিল রিপোর্ট ছিল। একজায়গায় লিখছে ২১, ২২ তারিখ; এই দুইদিনে মারা গেছে ৯ জন। আরেক জায়গায় একই পত্রিকা রিপোর্ট করছে ওই দুইদিনে মারা গেছে ৬ জন। আমেরিকান দূতাবাস রিপোর্ট করছিল যে, ১৪ জন মারা গেছে। রিপোর্ট যাই হোক, যত হম্বি তম্বি হোক। সারা বাংলাদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে ৮ জন মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম প্রকাশ করতে পারছিল ঐ আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা।

এই তথ্য গুলা ম্যানিপুলেটেড হয় কেমনে?

কাঁদতে আসে নাই, ফাঁসির দাবি নিয়ে আসছে একজন কবি। কবিতাটা প্রায় সবাই শুনছেন। লিখছে মাহবুব উল আলম চৌধুরী।

কবিতায় এই অভদ্র লোক বলছে চল্লিশ জনের কথা। ৪০ জন!! এভাবেই যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকরা ইতিহাস বিকৃতির কাজ সুনিপুণভাবে সাধন করছে। কালে কালে এরাই শাহবাগীর ভূমিকা পালন করছে। এজন্যে অনেক বছর যাবত ফিকশন পড়া বাদ দিছি। সে যাই হোক।

উপরের ছবিতে ৩ টা ক্রস মার্ক দেওয়া দেখেন। উনারা আসলে ভাষা শহীদ না। কারণ উনারা ভাষার জন্যে প্রাণ ই দেন নাই!!

আবদুল জব্বার এর শ্বাশুড়ি ক্যান্সার এর চিকিৎসার জন্যে ঢামেক এ ভর্তি ছিলেন। এই কাজে আব্দুল ও ছিলেন ওখানে। ভাষা আন্দোলনের সাথে উনার কোনো সম্পৃক্ততা নাই। একসিডেন্টালি গুলি লেগেছে উনার গায়ে। বাঙ্গুরা বলে থাকে উনি মিছিলে যোগ দিছিলেন। তখন গুলি লাগে। কিন্তু কোনো ডকুমেন্টেশন ই নাই উনার ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততার।

এদের মধ্যে শফিউর সাহেব ছিলেন সরকারি চাকুরীজীবী। উনি প্রতিদিনকার মত অফিসে যাচ্ছিলেন সাইকেলে চড়ে। উনার সাথে ভাষা আন্দোলনের দূরতম সম্পর্কও নাই। একদমই একসিডেন্টালী অফিসে যাওয়ার সময় গুলি লাগে গায়ে। উনাকেও বলা হয় ভাষা শহীদ। এটা ডাহা অপবাদ।

এই ভাষা শহীদের জোকস গুলা আরো হাস্যকর হয় তখন, যখন দাবি করা হয় আবুল বরকত ও একজন ভাষা শহীদ। এই ছেলে গুলি খায় নিজের বাসার বারান্দায় থেকে!! আহ্ ভাষা শহীদ আমার!!! ভাষাশহীদ টার্মটা কতটা সস্তা বানায় ফেলছে।

আরো ২,১ জন মারা গেছেন যারা ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ই না। এরমধ্যে একজন রিকশা চালক ও ছিলেন। আবার ২২ তারিখ নিহত হওয়া অহিউল্লাহ ছিল ৯ বছর বয়সী। এই ছেলের সাথেও ভাষার কোনো যোগসূত্র নাই।

আমার প্রশ্ন, এত হাজার হাজার লোক আন্দোলনে ছিল যে। তারা না মারা গিয়ে রাস্তায় থাকা সাধারণ মানুষ বেশি মারা গেলো কেন? কারণ কি তাহলে হাজার হাজার মানুষ ছিলই না রাস্তায়? নাকি গুলি শুরুর সাথে সাথে পালানো শুরু করছে আন্দোলনকারীরা? আন্দোলন তাহলে এতটাই ঠুনকো ছিল?

এই লেখাটা কয়েকজনের কাছে দেখানোর পর কিছু সম্পূরক প্রশ্ন পেয়েছিলাম। সবচেয়ে ভাইটাল প্রশ্ন ছিল, **গুলি করে কেন মানুষ মারতে হলো? লাঠিচার্জ করে কেন দমানো হলো না?**

আমাদের পাঠ্যবই এ যেমনটা বলা হয়, আন্দোলন করতেছিল। গুলি করে, মেরে দিছে। ব্যাপারটা এমন ছিল না। আন্দোলন বেশ কিছুদিন ধরেই হচ্ছিল। এর প্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সুতরাং মিটিং মিছিল বের করলে, গুলি করার অথরিটি ছিল। তাও গুলি করে নাই প্রথমে। মিছিল বের হলে, কাঁদানে গ্যাস মেরে ছত্রভঙ্গ করে হয়। পরে, আবার মিছিল আসে। এবার ধরপাকড় করা হয়। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে থানায় নেয়া হয়। বাট থানায় নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়। এবার আবার মিছিল করে আইনসভায় (মানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংসদে) ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন বারবার সুযোগ দেওয়ার পরেও এভাবে মব চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার দিকে চলে যায়, রওনা দেয় আইনসভার দিকে, তখনই পুলিশ এসে গুলি করে। অথচ এই গুলি করার অথরিটি পুলিশের একদম শুরু থেকেই ছিল। ভিন্ন উপায়ে মবকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। পুলিশ শুরু থেকেই একদম আক্রমণাত্মক, বিষয়টা এমন না। বরং খুবই রক্ষণাত্মক ছিল। মব লিমিট ক্রস করছিল।

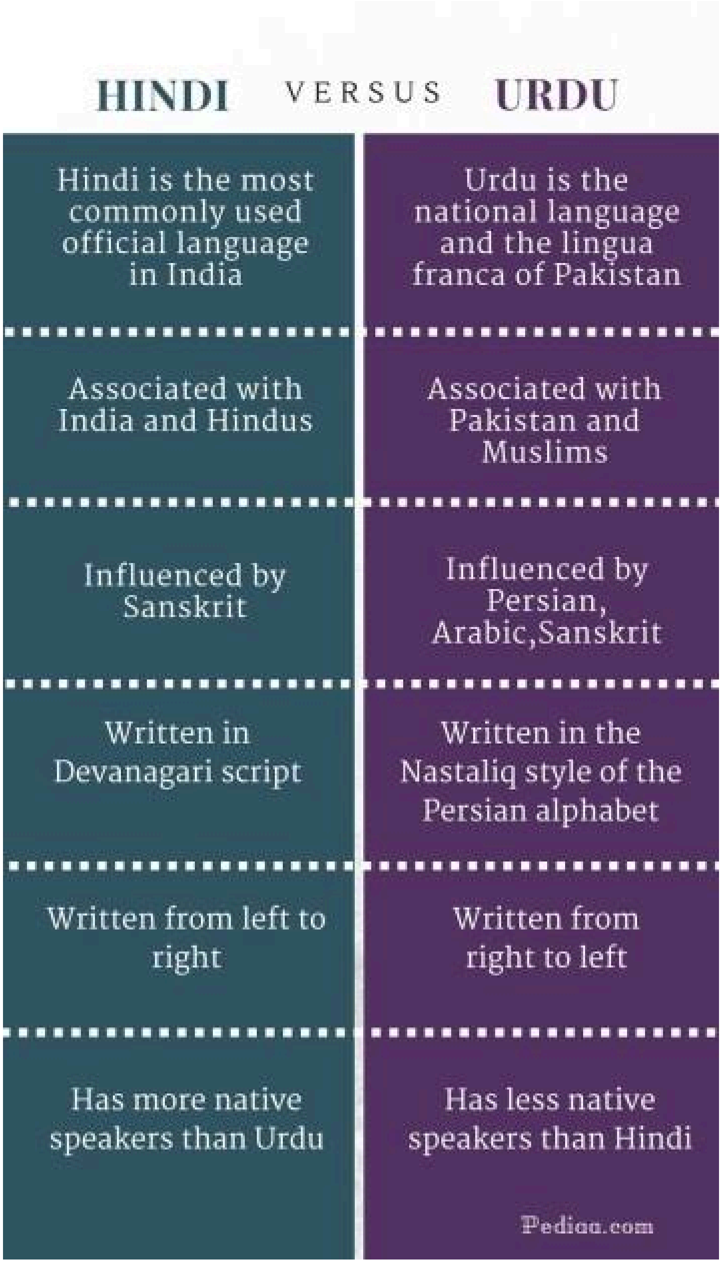

এবার আসি, কেন একে ফালতু আন্দোলন বললাম? লাশের সংখ্যা দিয়ে কি আন্দোলনের ঠিক বেঠিক যাচাই করা যায় কিনা...

ঠিকই বলছি। হুম। লাশের সংখ্যা কোনো ভ্যালিডেটর না। বিশদ ব্যাখ্যা দিতেছি। তার আগে সংখ্যা নিয়ে একটা কথা বলে নেই:

লাশের/শহীদের সংখ্যা দিয়ে একটা আন্দোলন ঠিক কিনা বেঠিক যাচাই করা না গেলেও আন্দোলনের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। জনগণের আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝা যায়। জনগণ আসলেই চায় কিনা বুঝা যায়। হোক জনগণ ভুল বা ঠিক। জনগণ ভুল নাকি ঠিক সেটা পরের ব্যাপার। মাস জনগণও

ম্যানিপুলেটেড হতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন স্টেট চাইয়াও বেশি মানুষ মারতে পারে নাই। কিংবা জনগণ বেশি ছিলই না রাস্তায়। মাত্র ৫ জন মারা গেলো যে।

ফালতু আন্দোলন কেন বললাম এই প্রসঙ্গে আসি। আন্দোলনের যৌক্তিকতাটা এবার দেখার চেষ্টা করি।

লিঙ্গুয়া ফ্রানকা বলে একটা টার্ম আছে। সহজভাবে বলতে গেলে, এটার অর্থ:

অনেক ভাষাভাষীর মানুষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে কমন একটা ভাষা। একটা বাঙালি গোত্র আমেরিকায় থিতু হলে, ইংলিশে কথা বলবে। একটা ফ্রেঞ্চ গোত্র আমেরিকায় থিতু হলে ইংলিশেই কথা বলবে। এখানে পরিস্থিতি দাড়ালো আমেরিকায় একেক মানুষের ভাষা একেকরকম হলেও, সবাই একেকজনের সাথে কথা বলার সময় ইংরেজি তেই কথা বলতেছে। এটাই লিঙ্গুয়া ফ্রানকা।

এবার আমরা দেখবো ঐসময় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ছিল কোন ভাষাটা?

খালি পাকিস্তান না। খালি ভারত না। পুরা বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ছিল একটা। সেই ভাষার নাম, "**হিন্দুস্তানি**"।

পরে মুসলিম শাসন আসে ভারতবর্ষে। এই "হিন্দুস্তানি" ভাষায় আরবী-ফারসী প্রচুর পরিমাণে ঢুকে। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও আরো কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্য একটা কারণ ছিল শাসকদের জাতীয়তা। এই আরবী ফার্সী ঢুকে, "হিন্দুস্তানি" ভাষার নাম হয়ে যায় উর্দু। It's so simple. এতটাই সিম্পল।

এরপর আসল ব্রিটিশরা। প্রথমে ব্রিটিশ এম্পায়ার এর রাজভাষা/স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ফার্সী।

(ফার্সী কেন? এটা তো এখানে কারো মাতৃভাষা না। তাও কেন?

কারণ, বর্তমানের দিকে তাকালেই বুঝা যাবে। বর্তমানে ইংলিশ যেমন সারা বাংলাদেশে প্রচলিত, অফিসিয়ালি recognized, ওরকম ফার্সী ছিল recognized, প্রশাসনিক ভাবে।)

১৮৩৭ সালে ইংরেজরা ফার্সীকে চিরতরে দূর করে দেয়। এম্পায়ার এর নতুন রাষ্ট্রভাষা হয় ইংরেজি। কিন্তু ইংরেজি আর কয়জন বুঝে বলেন?

জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় আরেকটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলো তাবৎ ইন্ডিয়ার। উর্দু ভাষাকে। সালটা ছিল ১৮৫০।

এখন যেমন আরএসএস, শিবসেনা, ইসকনের নাম শুনেন আপনারা; তখনও এরকম কিছু সংগঠন গজায় উঠছিল। অরা বললো কি, এই উর্দু মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি। আমরা এটা মানব না। তখনও পর্যন্ত আধুনিক হিন্দি ভাষার অস্তিত্বই ছিল না!! Can you even imagine?!

হিন্দুত্ববাদী কট্টরপন্থী সংগঠনগুলো এবার নতুন ভাষা তৈরির কাজে হাত দিলো। একেবারে তো নতুন ভাষা তৈরির মুরোদ নেই। উর্দু থেকেই ফার্সী, আরবী ঝেঁটিয়ে বিদায় করলো। এই বিদায় করা জায়গায় তো শব্দ লাগবে। এগুলা আনলো সংস্কৃত থেকে। এরই নাম হিন্দি।

ইভেন, বাংলা ব্যাকরণ লিখে সার্চ দিলে আপনি উইকিপিডিয়া তে পেজ পাবেন। ইংলিশ এও পাবেন। বাংলায় ও পাবেন। মোট ৫ টা ভাষায় পাবেন এই পেজ। অন্যদিকে, হিন্দি ব্যাকরণ নিয়ে উইকিপিডিয়া তে কোনো পেজই নাই। না ইংরেজিতে। না বাংলায়। না হিন্দিতে! (হিন্দুস্তানি ব্যাকরণ নামে পেজ পাবেন। কিন্তু আগেই বলছি হিন্দি আর হিন্দুস্তানি এক ভাষা না)

উইকিপিডিয়া বাদ দিলাম; তেমন ভালো কোনো পেজ ও পাবেন না নেট এ হিন্দি ব্যাকরণ নিয়ে! গুটি কয়েক ভারতীয় Youtuber ছাপরি মার্কা কিছু ভিডিও বানাইছে।

এতটাই পরনির্ভরশীল এই ভাষা!

এই হিন্দি ভারতের ২৬% মানুষের মাতৃভাষা। তাও এটাকে ভারতের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ করা হইছে ইংলিশ এর সাথে। এই দুইটা ভারতের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। মাত্র ২৬% মানুষ কথা বলার পরও হিন্দি কেন ভারতের রাষ্ট্র ভাষা? কারণ এটা ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা।

বারবার একটা কথা বলা হয় যে **পাকিস্তানেও উর্দু মাত্র ৭% মানুষ এর মাতৃভাষা** (এখনো পার্সেন্টেজ সেম)। এটা দিয়ে উর্দুর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার অ-নুপযোগিতা বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এই ডাটা দিয়েই আসলে প্রমাণ করা যায় এটার উপযোগিতা। কিভাবে?

পাল্টা প্রশ্ন করে...

৭% উর্দুভাষী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান এর নেতারা কেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলো?

এই প্রশ্নের উত্তর কোনো বাঙ্গু দিতে পারবে না। সর্বোচ্চ এই বোকা বাঙ্গুরা উত্তর দিতে পারে যে, পাক নীতি নির্ধারকেরাই বোকা ছিল।

এবার চলুন দেখি নীতিনির্ধারণ কারা!

কায়েদে আযম জিন্নাহ। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ এই পাক ভারত উপমহাদেশে যদি সবচেয়ে কার্যকরীভাবে আধুনিক কালে ঠেকিয়ে দিয়ে থাকে, সেই লোক হলো জিন্নাহ। জিন্নাহর ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে অনেক কথা আছে। মুসলিমের কাতারে পরে নাকি এটা নিয়েও ভারতীয়দের লেখা আছে। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি হলে যা হয়। উনার প্রশংসা করতে বসি নাই। উনি প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ছিলেন না, পড়ে আমার এতটুকুই মনে হইছে।

এই লোকের একটা স্টেটমেন্ট বাঙ্গুরা প্রচার করতে করতে ফেনা তুলছে মুখে।

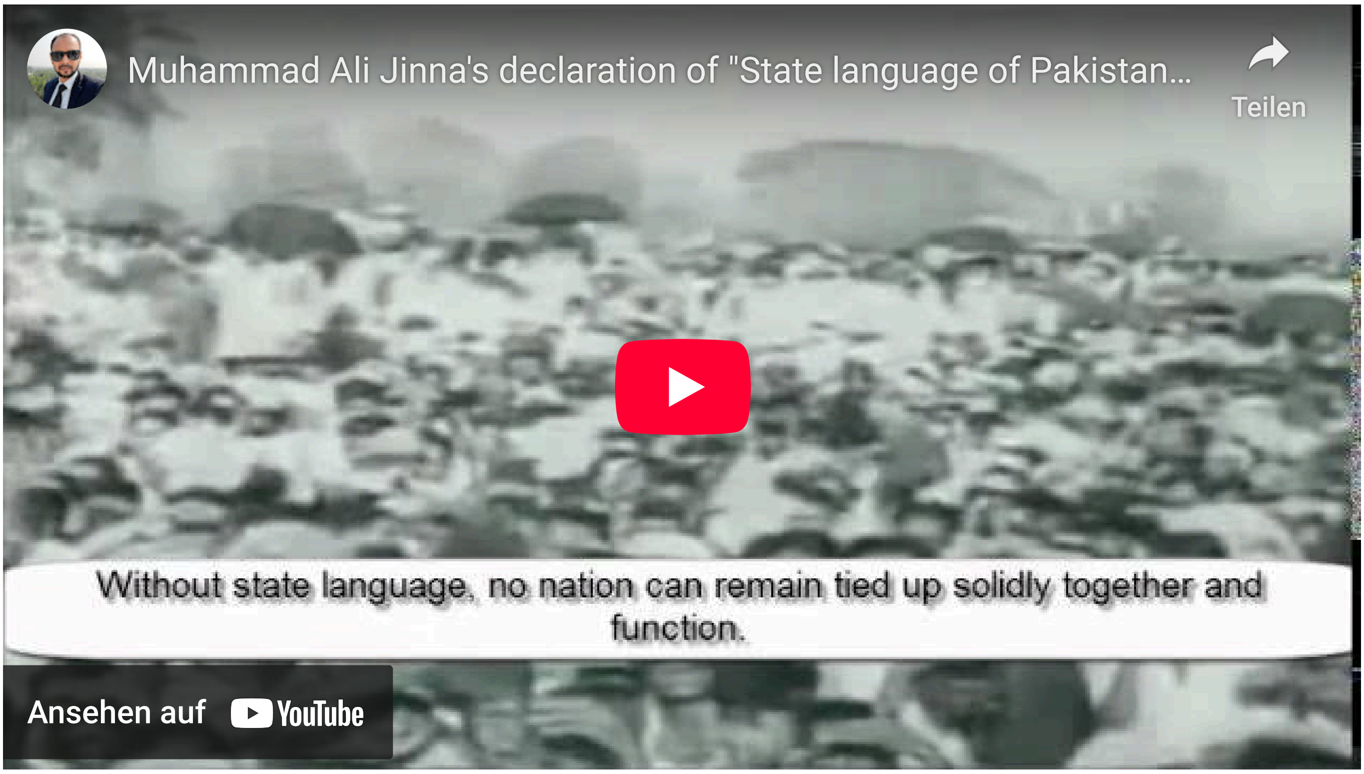

https://youtu.be/HOJ8ahH8cco

জিন্নাহ রেসকোর্সে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বলছিল, স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ শুধুমাত্র উর্দুই হবে, অন্য কোনো ভাষা নয়। সাথে সাথে জনতা "না না" বলে প্রত্যাখ্যান করে। বহুল প্রচলিত ঘটনা এটা। পাঠ্যবই এও পড়েছি এই ঘটনা। আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে এখনো এসব লেখা আছে। কিন্তু ঘটনাটা ডাহা মিথ্যা। জিন্নাহ কথাগুলা বলছিল ঠিকই। **কিন্তু জনতা আনন্দে উল্লসিত হয়েছিল।** ভিডিও প্রমাণ সহ দিলাম।

(ঢাবির সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও জিন্নাহ সাহেব সেম কথা বলেছিলেন। তখন নাকি "কিছু ছাত্র" না না করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। হাস্যকর। ডকুমেন্টেশন নাই। যদি "কিছু" ছাত্র না না বলে প্রতিবাদ করেও

থাকে, তাহলে কিছু ছাত্রের চাওয়ার ক্রেডিবিলিটি বেশি? নাকি উন্মুক্ত ময়দানে জনসাধারণের সামনে বলার পর, সকলের উল্লসিত হওয়ার/সমর্থন জানানোর Credibility বেশি? পাঠকের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম...)

আরেকটা কথা, জিন্নাহর মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। ছিল গুজরাটি। তাও কেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইল?

কারণ একটাই। পাকিস্তানের ইউনিটি রক্ষা। উর্দুর চেয়ে ভালো লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা আর কোনো ভাষাই হতে পারতো না পাকিস্তানের জন্যে। **নিজের মাতৃভাষা গুজরাটি হওয়ায় উর্দুর প্রতি biased হওয়ার কোনো কারণ আছে কি?**

এবার আসুন দেখি আরেকজন নীতিনির্ধারককে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব। **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।** যার নামে বাংলাদেশের 3rd Best Medical College এর নামকরণ। যার মাজার আছে ঢাবি এরিয়াতে। উনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে ছিলেন। উর্দুর পক্ষপাতী ছিলেন। উনি বাঙালির একজন অবিসংবাদিত নেতা। পিনাকী বঙ্গবলটুকে উনার বডি গার্ড বলে সম্বোধন করে দেখি সবসময়।

উনি ছিলেন উর্দুর পক্ষে। তবে উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তার মত পরিবর্তন করে বলেন, বাংলা ও উর্দু দুইটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। আমার ধারণা তৎকালীন আন্দোলন ও মাস ম্যানিপুলেশন ই ছিল এই মত পরিবর্তনের কারণ।

এবার আসি বাঙালির আরেক অবিসংবাদিত নেতার প্রসঙ্গে। শের ই বাংলা, **বাংলার বাঘ একে ফজলুল হক।** উপরের আলোচ্য দুইজন এর মাতৃভাষা বাংলা ছিল না। কিন্তু হক সাহেবের মাতৃভাষা বাংলা। খাঁটি বাঙালি। বাংলার মাঠ ঘাটে বেড়ে উঠছেন। উনিও বাংলার বিপক্ষে ছিলেন। এবং কেবলমাত্র উর্দুর পক্ষে ছিলেন। এবং এই মতেই অটল ছিলেন, মাশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটাইছিল বাঙ্গুরা। উনি বাংলার পক্ষে, এরকম গুজব ছড়াইছিল অফিসিয়ালি। উনি আবার ওই গুজবের বিরুদ্ধেও স্টেটমেন্ট দিছিলেন।

এরা সবাই আমাদের পরিচিত। পাঠ্য। কিন্তু এদের ভূমিকা কখনোই আমাদের জানতে দেওয়া হয় না। আমাদের টেক্সট বুক থেকে শুরু করে, মিডিয়া সবজায়গায় চেরি পিক করা হয়। বাংলার পক্ষে যা আছে, ওগুলোত বলেই, সাথে আরো বানায় বানায় বলা হয়।

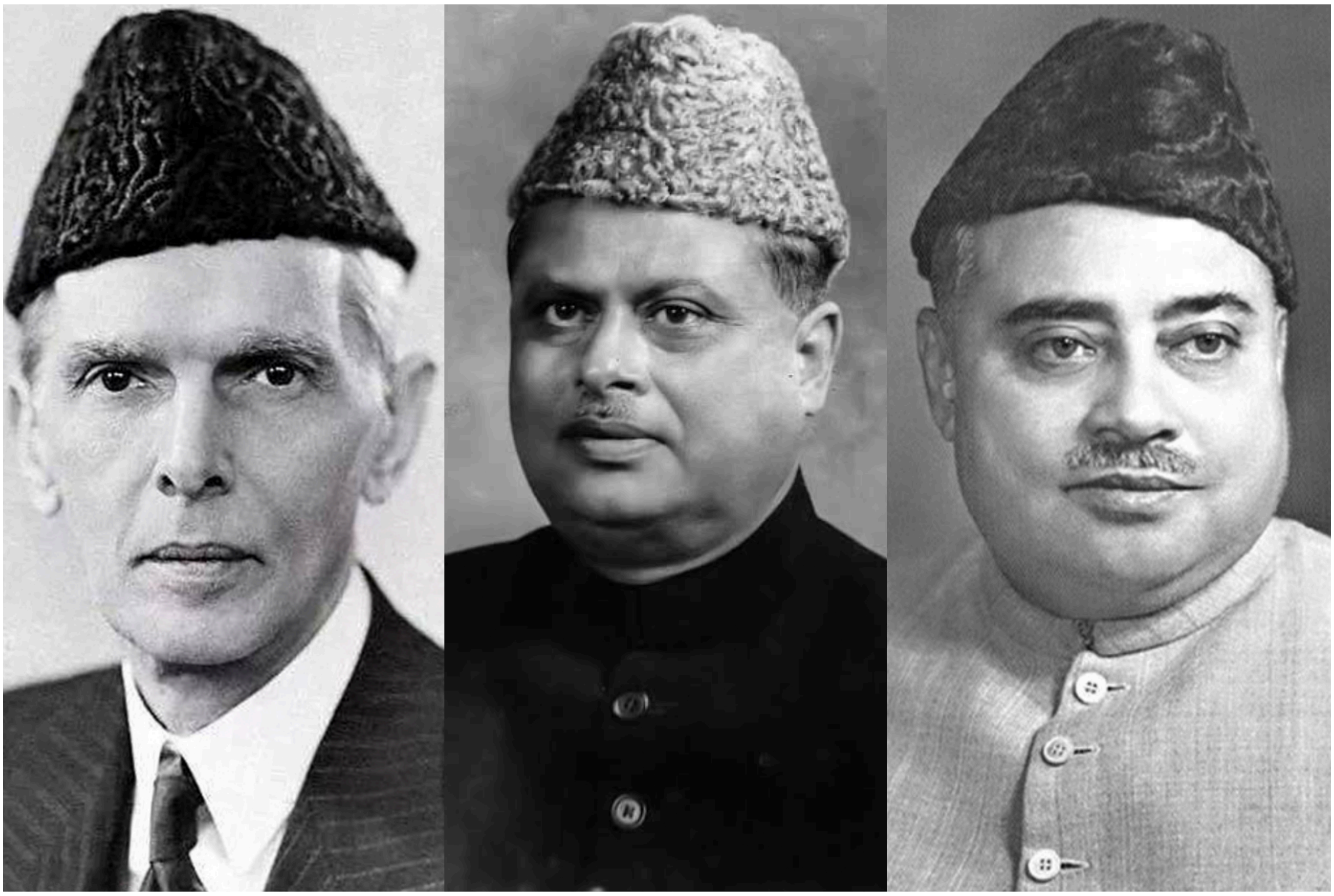

এবার আসুন কিছু অপরিচিত ব্যক্তিত্বের ভূমিকা জানি।

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়"

এই "ওরা" টা কারা? যারা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা করছেন। পাঠ্যবই ভালোমত পড়ছেন। টিভি দেখেন। নিউজ পড়েন। তাদের এই প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিবে "পাকিস্তানিরা"।

অথচ ২১ ফেব্রুয়ারি যা হইছিল তার সাথে পাকিস্তানি কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকাই ছিল না। Totally internal ক্ল্যাশ ছিল ওটা।

গুলি করার নির্দেশ দিছিল **নুরুল আমিন**। নুরুল আমিন পিউর বাঙালি। জন্ম নিছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মাতৃভাষা বাংলা, এটা তো আর লেখার দরকার নাই। ঐসময় উনি ছিলেন বাংলার

মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, পাকিস্তান যখন আত্মসমর্পণ করে ৭১ এর পাক ভারত যুদ্ধে, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও ছিল নুরুল আমিন।

মূলত এই দুই আন্দোলনের ভূমিকার জন্যেই এই লোককে বাঙ্গুরা ঘৃণার চোখে দেখে।

21 ফেব্রুয়ারি যে পুলিশরা গুলি করেছিল তারাও ছিল বাঙালি।

ভাষা আন্দোলনের সময় পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন **খাজা নাজিমুদ্দিন**। উনার জন্ম বাংলাদেশের একদম মাঝখানে, মানে ঢাকায়। তবে উনি ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের। নবাব পরিবারের মাতৃভাষা আবার ছিল উর্দু। তাই উনার মাতৃভাষা ছিল উর্দু। বাঙালি উর্দুভাষী। ঢাকার মাঝখানে থেকেও নবাব পরিবার উর্দুভাষী ছিল। কোনো সমস্যা ছিল না। উর্দু যে পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা হওয়ার পরিপূর্ণ দাবিদার, আবারো প্রমাণ পাওয়া গেলো। উনি তাবৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়।

জনশ্রুতি আছে, এই নবাব পরিবারের দান করা জায়গায়ই ঢাকা মেডিকেল, বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। অবশ্য এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা লেখা হইছে। প্রকৃত ঘটনা প্রমাণ করার মতো দলিল এখন হয়তো আর অবশিষ্ট নেই। হইতেও পারে; আবার নাও পারে। যাই হোক,

ছিলটা কে তাইলে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে?

সম্প্রতি বহুল আলোচিত জেনারেল আজমীকে তো সবাই চেনেন। অনেকদিন আয়নাঘরে ছিলেন উনি হাসিনার চক্ষুশূল হওয়ায়। উনার বাবা উনার চেয়েও বেশি পরিচিত বাঙালি সমাজে। **গোলাম আযম**। ছিলেন জামাত নেতা। উনি ভাষা আন্দোলনের এক্টিভ কর্মী ছিলেন। কিন্তু কিন্তু, উনিও কিছুদিন পর এসে স্বীকার করছেন যে, **ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা ভুল ছিল...**

সহজ সরল স্বীকারোক্তি।

ভাষা আন্দোলনের পক্ষে দেখানোর মত একটা পাবলিক ফিগারই ছিল। **কমিউনিস্ট পন্থী, রেড মাওলানা।** হাস্যকরভাবে সত্যি এই ভাসানী রে মানুষ মাওলানা বলে।

আবারো প্রশ্ন রইলো, ওই ওরা আমার মাতৃভাষা কাইড়া নিতে চায়। এই ওরাটা কারা? অন্য যেকোনো কিছুতে পাকিস্তানি পাকিস্তানি বলে ফেনা তুলে বাঙ্গুরা। এক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহার করলো

কেন? নিজেদের গোমর ঢাকতে।

শক্করে গোলাম আজমের উক্তি

বাংলা ভাষার আন্দোলন করা ভুল হইয়াছে

শক্কর, ১৮ই জুন।—পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আজম গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শক্করে বলেন যে, উর্দু, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা।

জামাতে ইসলামী নেতা তাঁহার সম্মানে আঞ্জুমানে ইয়ারানে শক্করের উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, মুসলমানদের অধিকাংশ তমদ্দুন ও ধর্মীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার উর্দু ভাষায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি তাঁহার শ্রোতাদের বলেন

জামাতের অভিযোগের জবাবে ন্যাপ নেতা

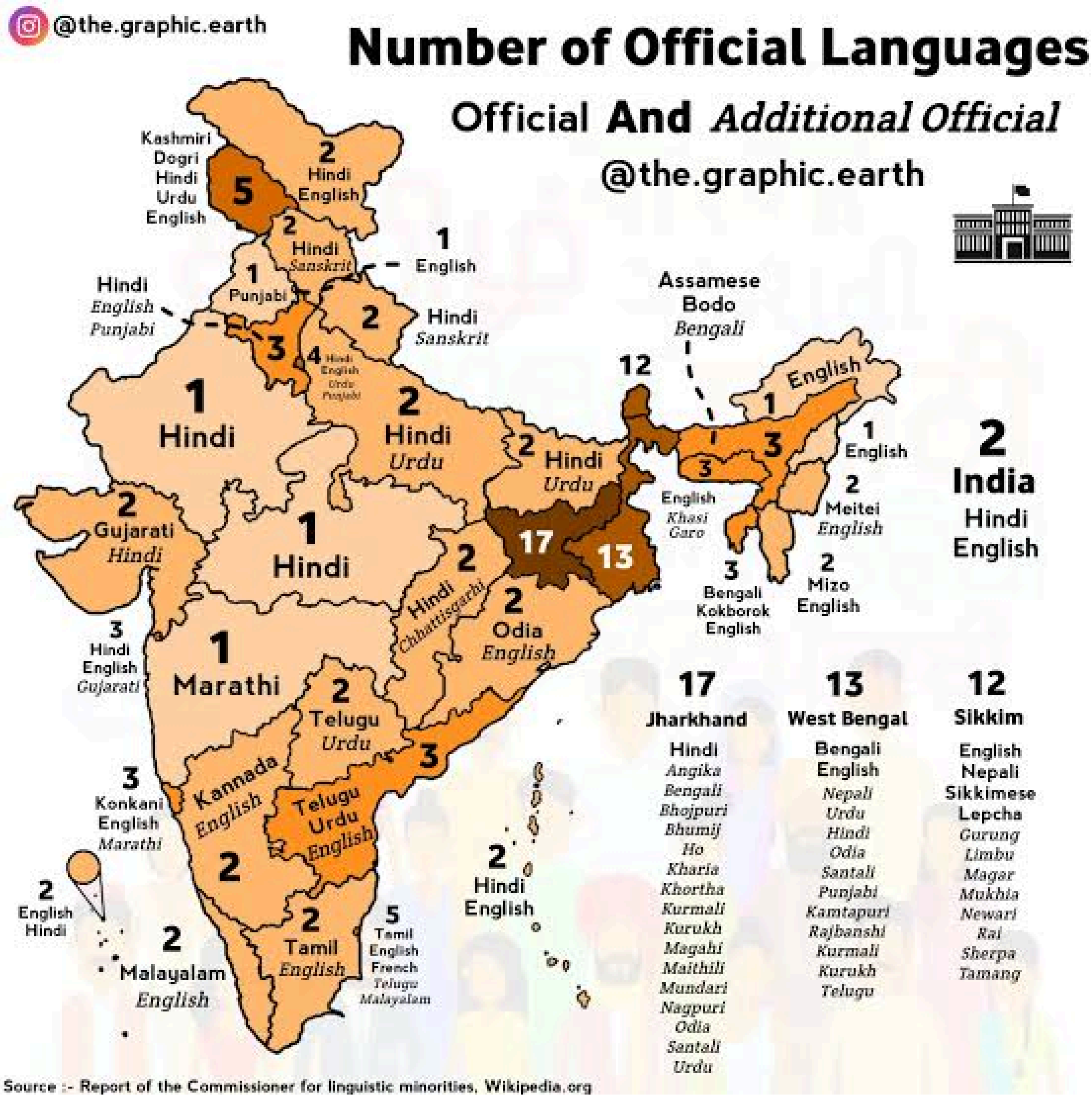

আচ্ছা ভারতে যে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি, এতে কি কারো মুখের ভাষা চলে গেছে? সবাই কি এখন হিন্দিতে কথা বলে? তাদের কি সবার হিন্দিতে পড়ালেখা করা লাগে? একটা বাঙ্গুও এই দাবি করতে পারবে না। অথচ, হাইপোক্রিটি কি লেভেল এর দেখেন।

এই বাঙ্গুরাই আবার গান কবিতা লেখে, "অরা" নাকি আমার মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

> *আমার ভাই এর রক্তে রাঙানো!*

এই গান লেখছে আগাচৌ **(আব্দুল গাফফার চৌধুরী**)। সোজা বাংলায় বুঝাইতে গেলে বলতে হবে, এই লোক হলো তৎকালীন শাহবাগী। বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ডেমন বানানোর জন্যে এই লোকের অনেক দায়। এই অভদ্রলোক শেষ জীবন কাটাইছে বাংলা থেকে অনেক দূরে। ইংরেজিতে, মানে ইংল্যান্ড এ। এর বাচ্চা কাচ্ছারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় ইংরেজিতে কথা বলে। What an irony!

এই আগাচৌ ইতিহাস বিকৃত করাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। শিল্প দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করছে বললেও ভুল হবে না। গানের মধ্যে বলছে, "ছেলেহারা **শত** মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি..."

অট্টহাসি ডিজার্ভ করে এই লাইনটা। কই ৫ জন মারা গেছে, আর কই ১০০ জন। গানের মাধ্যমে এভাবেই ইতিহাস বিকৃত হয়। এই বিকৃত ইতিহাসকে পুঁজি করেই, ভাষার নামে কিবোর্ড লে-আউট বানিয়ে, কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করে যায় মোস্তফা জব্বারের মত বাটপারেরা...

জিন্নাহ ৭১ সালে বেঁচে ছিলেন না। উনার কীর্তি মহৎ। কিন্তু বাঙ্গুরা উনার নাম সহ্য করতে পারে না। কারণ উনার ওই এক বাক্য। "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।"

অথচ সেম ডায়ালগ মহাত্মা গান্ধী, আম্বেদকর, রবীন্দ্রনাথ ও বলছেন হিন্দির ক্ষেত্রে। এদের প্রতি অনেক বাংগু রীতিমত ভালোবাসায় ডগমগ করে। রবীন্দ্রনাথের সাথে জিন্নাহর একটা মিল আছে। জিন্নাহ উর্দু পারত না। তাও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছিল। রবীন্দ্রনাথও হিন্দি পারত না। তাও রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছিল।

হাস্যকর বিষয় হইলো ভাষার আন্দোলন বাংলা কতসালে হইছে এটা বলতে পারবে না বাংগুদের জিজ্ঞাস করলে। **সবাই ইংরেজি ডেট টাই মনে রাখছে, 21 শে ফেব্রুয়ারি!!**

বাংলাকে রোমান ও আরবী-ফার্সী ভাষায় লেখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছে!!

উপরের লাইনটা পাঠ্যবই এ পড়েছেন? টিভিতে শুনেছেন? এটা আরেকটা ডাম্বশিট প্রোপাগান্ডা। বলবো না যে হয় নাই রোমান ভাষায় লেখার চেষ্টা। হইছে। কিন্তু কারা করছে জানেন? ডক্টর কুদরত ই খোদা। উনি পাকিস্তানের অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। পারটেক্স কাঠ যে আমরা এখন ব্যবহার করি বিভিন্ন আসবাবপত্র বানাতে, এটা উনারই আবিষ্কার। তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কেও না। তিনিও খাঁটি বাঙালি!! তিনিসহ আরো অনেকেই বাংলাকে রোমান ভাষায় লেখার পক্ষে মত দেন। খালি কুদরত ই খোদা না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বাংলাকে রোমান হরফে লেখার সুপারিশ করছিল! **বিস্ময়কর হলো, এই কুদরত ই খোদা লোকটাকেই ১৯৭৬ সালে '*একুশে পদক*' দেওয়া হয়!!!**

খালি এই না। একবার পূর্ব বাংলার সরকার সমীক্ষা চালিয়েছিল, তৎকালীন শিক্ষা পরিষদ, বুদ্ধিজীবী, বিধান পরিষদের সদস্য, উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে। ৩০১ জন অংশগ্রহণকারীদের ৯৬ জন বাঙালি মত দিয়েছিল আরবীতে বাংলা লেখার পক্ষে। ১৮ জন রোমান হরফে বাংলা লেখার পক্ষে। আর ১৮৭ জন মত দিয়েছিল বাংলা হরফ বজায় রাখার জন্যে। ব্যাপার হলো, অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাই চাইতো বাংলা হরফের মত কঠিন হরফ বাদ দিয়ে, আরবী-রোমান হরফে বাংলা লেখার জন্যে। নিশ্চই ৫০ টা বাংলা বর্ণ (সাথে ফলা,যুক্তাক্ষর তো বাদই দিলাম) শিখার চেয়ে ২৬/২৯ টা বর্ণ দিয়ে কাজ চালানো সহজ।

কোন বর্ণ ব্যবহার করা উচিত, সেই বিতর্কে যাবো না। মূলকথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, বাংলা হরফ বাদ দিয়ে রোমান, আরবী-ফারসী হরফ ব্যবহারের দাবি বাঙালিদের থেকেই এসেছিল। বাংলার বাইরের কেও এসব তথাকথিত ষড়যন্ত্র করে নাই। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালিরা কোন হরফে তাদের ভাষা লিখবে এটা নিয়ে পাকিস্তানের বাকি কারো কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। কিন্তু বাঙ্গু সুশীলরা এমনভাবে চেরি পিক করে আপনাকে শোনায় এসব তথ্য, সেটা শুধুমাত্রই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগারের দ্যোতনা সৃষ্টির জন্য।

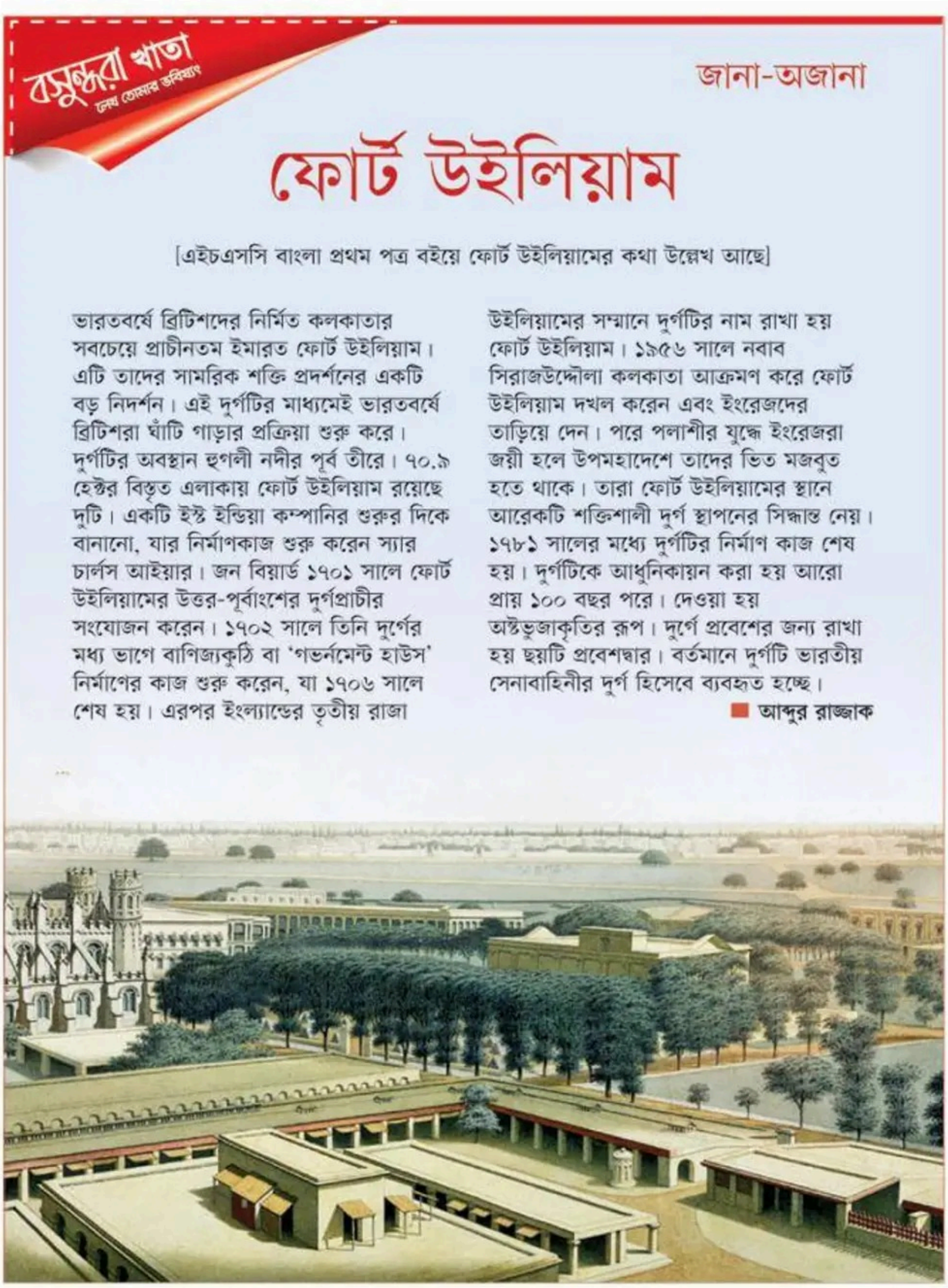

বসুন্ধরা খাতা

জানা-অজানা

ফোর্ট উইলিয়াম

[এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্র বইয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের কথা উল্লেখ আছে]

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের নির্মিত কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীনতম ইমারত ফোর্ট উইলিয়াম। এটি তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের একটি বড় নিদর্শন। এই দুর্গটির মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা ঘাঁটি গাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। দুর্গটির অবস্থান হুগলী নদীর পূর্ব তীরে। ৭০.৯ হেক্টর বিস্তৃত এলাকায় ফোর্ট উইলিয়াম রয়েছে দুটি। একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শুরুর দিকে বানানো, যার নির্মাণকাজ শুরু করেন স্যার চার্লস আইয়ার। জন বিয়ার্ড ১৭০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর-পূর্বাংশের দুর্গপ্রাচীর সংযোজন করেন। ১৭০২ সালে তিনি দুর্গের মধ্য ভাগে বাণিজ্যকুঠি বা 'গভর্নমেন্ট হাউস' নির্মাণের কাজ শুরু করেন, যা ১৭০৬ সালে শেষ হয়। এরপর ইংল্যান্ডের তৃতীয় রাজা উইলিয়ামের সম্মানে দুর্গটির নাম রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। ১৯৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন এবং ইংরেজদের তাড়িয়ে দেন। পরে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে উপমহাদেশে তাদের ভিত মজবুত হতে থাকে। তারা ফোর্ট উইলিয়ামের স্থানে আরেকটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৮১ সালের মধ্যে দুর্গটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। দুর্গটিকে আধুনিকায়ন করা হয় আরো প্রায় ১০০ বছর পরে। দেওয়া হয় অষ্টভুজাকৃতির রূপ। দুর্গে প্রবেশের জন্য রাখা হয় ছয়টি প্রবেশদ্বার। বর্তমানে দুর্গটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

■ আব্দুর রাজ্জাক

শেষ করবো হরিজন নেতা বি আর আম্বেদকরের একটা স্পীচ দিয়ে।

> *"One language can unite people.*

> *Two languages are sure to divide people."*

আফসোসের বিষয় এইটা পাকিস্তানের হর্তা কর্তারা বুঝলেও টলে গেছিল। ভারতের নেতারা যায় নাই। ভারত দমন পীড়নের মাধ্যমে হলেও হিন্দি বজায় রাখছে। লিঙ্গুয়া ফ্র্যাংকা। ইউনিটি।

করণীয়: ভাষা আন্দোলনকে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। এতদিন করতে দেওয়া হয় নাই কারণ এটা দিল্লীর প্রভাব জারি রাখার একটা মূল স্তম্ভ ছিল। মুসলিম বঙ্গেই এরচেয়ে বহুত বেশি মানুষ মারা গেছে, বহুত আন্দোলনে। সেগুলার দিকে মানুষের কোনো ভ্রুক্ষেপই নাই। অথচ ৫ জন মারা যাওয়ার জন্যে ৭০ বছর ধরে পুরো মাসব্যাপী উৎসব করা হয়! কারণ কথাগুলা চেপে যাওয়া হয়। পিলখানায় আর্মির ৫৭ টা অফিসার ও মারছে এই মাসে। ভারতের মদদেই। ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে এটাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এই মাসে যদি কিছু করা লাগে, তাইলে সেইটা পিলখানা কেন্দ্রিক হওয়া লাগবে। ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট থাকা লাগবে তাতে। এতেই বাঙালির মুক্তির বীজ লুকিয়ে আছে। প্রস্ফুটিত হবে একদিন ইনশাআল্লাহ।

আন্দোলনের ৭০ বছর পার হওয়ার পর আজ আমরা কি দেখি? এই আন্দোলন আমাদের কি দিল?

আমাদের বিচ্ছিন্নতা উপহার দিলো। এই ভাষা আন্দোলনের সিক্যুয়ালই ছিল বাংলাদেশের আলাদা হয়ে যাওয়া। ভাষা আন্দোলন এর ফলে আমাদের মুসলিমদের কোনো অর্জনই নাই। আগেও স্কুলের পাঠ্যবই বাংলায় লেখা হতো, এখনো হয়। ভাষা আন্দোলন না হলেও এমনই থাকতো। উচ্চ শিক্ষায় বরাবরই ইংরেজি দখল করে রাখছে স্থান। আপনি মেডিক্যাল টার্ম বা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম বাংলায় বললে মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা হাসাহাসি করবে। করবে কি? করেও।

আগাচৌ এর মত মানুষরা নিজের লাভ বুঝে নিয়ে ইংল্যান্ড এর মজা লুটছে। মাঝে বাঙালি হয়ে গেছে নিঃস্ব।

ফোর্ট উইলিয়াম এ ইংরেজ রা বাংলা ভাষা সুগঠিত/সংস্কার করছিল। বর্তমানে আমরা যে রূপ দেখি বাংলার ওটা ঐসময় থেকেই। এর আগের বাংলা text পড়তে-বুঝতে আপনার সমস্যা হবে। সহায়তা করছিল হিন্দুরা। মুসলিমদের এই সংস্কার কমিশনে নেওয়া হয় নাই। সেই থেকে বাংলার অধঃপতন শুরু। কি সংস্কার করছিল একটা উদাহরণ দেই।

প্ল্যানেট অবজারভেটরির বাংলা হিন্দুরা করছে মানমন্দির!!

কই অবজারভেটরি আর কই মন্দির।

সবজায়গায় সংস্কৃত ঢুকায় দিছিল। এই ভাষা দিয়ে তাই বাঙ্গুগিরিই সম্ভব, হিন্দুয়ানীই সম্ভব। আপনি ইসলাম চর্চা করতে গেলে বারবার আঘাত পাবেন। বারবার প্রশ্ন আসবে আপনি মুসলিম না বাঙালি? যে প্রশ্নটা পাকিস্তানের উর্দুভাষীদের কখনও ফেস করতে হয় নাই...

Report content on this page